

এইচ এস সি বাংলা

মহাজাগতিক কিউরেটর মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রশ্ন ১ রতন তার ছোট ভাইকে নিয়ে একদিন পঞ্জীরাজ ঘোড়ায় চেপে উড়ে উড়ে মঙ্গলগ্রহে গিয়ে নামে। সেখানে অদ্ভুত আকৃতির অসংখ্য প্রাণী দেখে তারা বিমোহিত হয়। সেখানে একটি বাগানে প্রবেশ করতেই নীল রঙের তিন পা বিশিষ্ট একদল প্রাণী তাদের আক্রমণ করে। আশ্চর্যের তাগিদে রতন তার ছোট ভাইকে সেখানে রেখেই পঞ্জীরাজ ঘোড়ায় উঠে বসে। নিমিষেই সে একাকী মঙ্গলগ্রহ থেকে স্বস্থানে ফিরে এসে পঞ্জীরাজ থেকে নামতে গিয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং ঘুম ভাঙতেই তার স্বপ্ন হারিয়ে যায়। *রা. বো., কৃ. বো., চ. বো., ব. বো. ১৮। প্রশ্ন নম্বর-৪; বি এ এফ শাহীন কব্জল, তেজগাও, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৪।*

- ক. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে উল্লেখিত সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহের নাম কী? ১
- খ. 'মানুষ নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে'— কীভাবে? ২
- গ. রতনের একাকী মঙ্গল গ্রহ থেকে স্বস্থানে ফিরে আসার কারণটি 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের পিপড়া আর মঙ্গল গ্রহের অদ্ভুত প্রাণীগুলো যেন একই মূদ্রার এপিঠ-ওপিঠ— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে উল্লেখিত সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহের নাম— পৃথিবী।

খ আত্মবিনাশী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে।

কিউরেটরদের মতে, মানুষ মাত্র দুই মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু এর মাঝেই তারা যে শুধু তাদের নিজেরদেরকে বিপন্ন করেছে তাই নয়, পুরো গ্রহটিকে ধ্বংস করে ফেলার ব্যবস্থা করেছে। তারা গাছপালা ধ্বংস করেছে, জলাশয় ভরাট করেছে, বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর নষ্ট করেছে। পৃথিবীর পরিবেশ বিপন্ন হয় এমন বোমা ফাটিয়ে মানুষ আত্মবিনাশী কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। এভাবে মানুষ নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করেছে।

গ 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা বর্ণিত হয়েছে, যা উদ্দীপকের রতনের মাঝেও লক্ষ করা যায়।

আলোচ্য গল্পে লেখক বিভিন্ন প্রাণীর সাথে তুলনা করে মানব চরিত্রের আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার দিকটি উন্মোচন করেছেন। গল্পে দেখা যায়, মানুষ তার নিজের সুখের জন্য অন্যকে ধ্বংস করতেও দ্বিধা করে না। স্বার্থান্ধতা ও ধ্বংসাত্মক মনোভাবের কারণে সাধারণ প্রাণী পিপড়ার কাছে মানুষের মর্যাদা হান হয়ে যায়। কেননা, পিপড়ার মাঝে শৃঙ্খলা ও একতাবন্ধতার যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা মানুষের মাঝে দেখা যায় না। উদ্দীপকের রতনের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। রতন তার ছোট ভাইকে নিয়ে মঙ্গলগ্রহে যায়। সেখানে একটি বাগানে প্রবেশ করতেই নীল রঙের তিন পা বিশিষ্ট একদল অদ্ভুত প্রাণী তাদের আক্রমণ করে। আশ্চর্যের তাগিদে রতন তার ছোট ভাইকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে আপন স্থানে ফিরে আসে। নিজের জীবন বিপন্ন হওয়ার ভয়ে রতন ছোট ভাইয়ের কথা বিবেচনা করে না। এতে তার স্বার্থপর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত, 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের মানুষ ও উদ্দীপকের রতন উভয়ের মাঝেই আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

ঘ 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে পিপড়াকে সুশৃঙ্খল, একতাবন্ধ ও সুবিবেচক প্রাণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটিকে যৌক্তিক বিবেচনা করা যায়।

আলোচ্য গল্পে বলা হয়েছে, পিপড়া ক্ষুদ্র হলেও অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সুবিবেচনাবোধসম্পন্ন প্রাণী। এরা একে অপরের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করে। আর এটি করতে গিয়ে এরা অকাতরে প্রাণ দিতেও কুষ্ঠাবোধ করে না। নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এরা সদা তৎপর। প্রত্যেকের মধ্যেই কাজ বন্টন করে দেওয়া হয় এবং এরা সুশৃঙ্খলভাবে সেই কাজ সম্পন্ন করে যায়।

উদ্দীপকের রতন ও তার ছোট ভাই মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার পর অদ্ভুত আকৃতির অসংখ্য প্রাণী দেখতে পায়। তারা একটি বাগানে প্রবেশ করলে তিন পা বিশিষ্ট একদল অদ্ভুত প্রাণী তাদের আক্রমণ করে। এক্ষেত্রে তিন পা বিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে ঐক্যবন্ধ মানসিকতা লক্ষ করা যায়। বিপদের আশঙ্কায় এসব প্রাণী ভিন্নগ্রন্থবাসী রতন ও তার ছোট ভাইকে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে পিপড়াদের সুশৃঙ্খল ও সহমর্মিতাপূর্ণ জীবনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পিপড়ারা যেকোনো বিপদ সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। আলোচ্য উদ্দীপকের তিন পা-বিশিষ্ট অদ্ভুত প্রাণীদের মাঝেও বিপদ মোকাবিলায় সমবেত প্রচেষ্টার দিকটি লক্ষ করা যায়। নিজেদের ক্ষতির আশঙ্কায় এরা রতন ও তার ছোট ভাইকে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করেছে। তাই বলা যায়, 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের পিপড়া আর উদ্দীপকের মঙ্গল গ্রহের অদ্ভুত প্রাণীগুলো যেন একই মূদ্রার এপিঠ-ওপিঠ— মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ২ কল্পনার রাজকুমার তার ছোট ভাইকে নিয়ে একদিন পঞ্জীরাজ ঘোড়ায় চড়ে উড়ে উড়ে মঙ্গল গ্রহে গিয়ে নামে। সেখানে অদ্ভুত আকৃতির অসংখ্য প্রাণী দেখে তারা বিমোহিত হয়। একটি বাগানে প্রবেশ করতেই নীল রঙের তিন পা বিশিষ্ট একদল প্রাণী তাদের আক্রমণ করে। আশ্চর্যের তাগিদে রাজকুমার তার ছোট ভাইকে রেখেই পঞ্জীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বসে। নিমিষেই রাজকুমার একাকী মঙ্গল গ্রহ থেকে আপন রাজ্যে ফিরে আসে। *চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৪।*

- ক. সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহের নাম কী? ১
- খ. 'মানুষ নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে'— কীভাবে? ২
- গ. উদ্দীপকের রাজকুমারের মঙ্গল গ্রহ থেকে একাকী ফিরে আসার কারণটি 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের পিপড়া আর উদ্দীপকের মঙ্গল গ্রহের অদ্ভুত প্রাণীগুলো যেন একই মূদ্রার এপিঠ-ওপিঠ— মূল্যায়ন করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহের নাম— পৃথিবী।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৩ শান্ত-সুন্দর, সাজানো-গোছানো সুন্দর পৃথিবী যেন ক্রমেই দূষিত হয়ে যাচ্ছে। অকারণে বৃক্ষ নিধন, যুদ্ধের দামামা আর অপরিষ্কৃত শিল্পায়নসহ নানাবিধ কারণে বাতাসে প্রতিনিয়তই কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশের ওপর এভাবে অত্যাচার চলতে থাকলে পৃথিবী একসময় বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। যে মানুষ এই পৃথিবীকে সুন্দর করেছে সেই মানুষই একে ধ্বংস করছে।

[[সিলেট ক্যাডেট কলেজ]] ৪য় নম্বর-৪/

- ক. মুহম্মদ জাফর ইকবালের পিতার নাম কী? ১
- খ. 'এদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের ভাবার্থ 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. 'যে মানুষ এই পৃথিবীকে সুন্দর করেছে সেই মানুষই একে ধ্বংস করছে।'— মন্তব্যটি যাচাই করো 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্প এবং উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মুহম্মদ জাফর ইকবালের পিতার নাম শহিদ ফয়জুর রহমান আহমেদ।

খ কিউরেটরদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী সংগ্রহ করার সময় পাখি সম্পর্কে এ মন্তব্যটি করা হয়েছে।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গ্যালাক্সির শ্রেষ্ঠ প্রাণী সংগ্রহ করতে গ্রহ-নক্ষত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা মহাজাগতের বিভিন্ন প্রাণীদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে এদের মধ্যে কারা বুদ্ধিমান, দীর্ঘজীবী, পরিশ্রমী ও সুশৃঙ্খল। পাখির আকাশে ওড়ার সক্ষমতা দেখে তারা বিমোহিত হয়। কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নয়।

গ উদ্দীপক ও 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের আত্মবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ তার ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের চেয়ে নেতিবাচক কর্মকাণ্ড দিয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করে। মানুষ সভ্যতা নির্মাণে গঠনমূলক কাজ যতটা করছে তার চেয়ে বেশি করছে ধ্বংসাত্মক কাজ। এ ধরনের নেতিবাচক কাজ পৃথিবীর ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে।

উদ্দীপকে পৃথিবীর সৌন্দর্য যে ক্রমেই কলুষিত হয়ে পড়ছে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের বৈরী আচরণ সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এরূপ কর্মকাণ্ড চলতে থাকলে একদিন পৃথিবী বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পেও মানুষের বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের পরিচয় ফুটে উঠেছে। কিউরেটররা এ ধরনের কর্মকাণ্ড দেখে বিস্মিত হয়। অর্থাৎ উদ্দীপকে বর্ণিত মানুষের আত্মবিনাশী কর্মকাণ্ড 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পেও বর্ণিত হয়েছে।

ঘ 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে সভ্যতা বিনির্মাণে মানুষের অবদানকে স্বীকৃতি দানের পাশাপাশি তাদের বিবেচনাবোধের অভাবকেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রাণী হচ্ছে মানুষ। কিন্তু বর্তমানে মানুষের কর্মকাণ্ড তার বিবেচনাবোধকে প্রত্নবিস্ম করছে। মানুষ হারিয়ে ফেলেছে তার মনুষ্যত্ববোধ মানুষের হিংসাত্মক মনোভাব তাদের নিজেদের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু এই মানুষই নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য অনেক আত্মত্যাগ করেছে।

উদ্দীপকে মানুষের সৃষ্টিশীলতা ও হিংসাত্মক প্রবণতা, উভয়দিক প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ পৃথিবী সুন্দর হয়েছে। আবার মানুষই এ পৃথিবী ধ্বংস করছে। প্রকৃতির প্রতি বিরূপ আচরণ ও মানুষের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে বসবাসের অনুপযোগী করে তুলছে।

আলোচ্য গল্পে মানুষের অবিবেচনা প্রসূত কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষই নির্বিচারে গাছ কেটে ধ্বংস করে চলেছে। প্রকৃতির ভারসাম্য পরস্পর হানাহানি করে নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে। উদ্দীপকের উল্লিখিত মন্তব্যও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী এবং সভ্যতা সৃষ্টিতে অসামান্য অবদান রাখলেও তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এ শ্রেষ্ঠত্বের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রেই মানুষের সভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান এবং ধ্বংসাত্মক রূপ ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়— মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৪ শীতের ছুটিতে বন্ধুরা মিলে সুন্দরবন যায়। সারাদিন আনন্দে কাটে। বিকেলে আসে নদীর ঘাটে। পেছন থেকে তাদের যে কেউ অনুসরণ করছিল, তা তারা খেয়ালই করেনি। হঠাৎ পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে রয়েল বেঙ্গাল টাইগার। পড়িমড়ি করে বন্ধুরা যে যেরূপে পারে ছুটে যায়। বাঘের খাবায় যে বন্ধু আটকে আছে তাকে কীভাবে উদ্ধার করা যায়, তা নিয়ে কেউ আর ভাবতেও পারে না। অথচ বাঘের সাথে লড়ে একদল জেলেগিশু আগন্তুককে উদ্ধার করে বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেয়।

[[সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]] ৪য় নম্বর-৪/

- ক. মানুষের বয়স কত? ১
- খ. 'পৃথিবী একসময় এরাই নিয়ন্ত্রণ করবে'— কীভাবে? ২
- গ. উদ্দীপকটি 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের সঙ্গে কীভাবে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "জেলেগিশুরা 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের পিপড়ার প্রতিনিধি"— মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের বয়স দুই মিলিয়ন বছর।

খ প্রকৃতির কোনো ক্ষতি সাধন না করার কারণে পিপড়া সম্পর্কে কিউরেটরদের এমন আস্থা পূর্ণ মন্তব্য।

পিপড়েরা অত্যন্ত সুবিবেচক প্রাণী। তারা প্রকৃতির কোনো ক্ষতি সাধন করে না। বরং একে অন্যকে বাঁচানোর জন্য এরা অকাতরে প্রাণ দেয়। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সুশৃঙ্খল। এসব কারণে কিউরেটররা এদের সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থাশীল এবং তাদের ধারণা, এরাই একসময় পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করবে।

গ উদ্দীপকটি 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে বর্ণিত মানুষের আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতার সাথে সম্পর্কিত।

আলোচ্য গল্পে লেখক বিভিন্ন প্রাণীর সাথে তুলনা করে মানব চরিত্রের আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার দিকটি উন্মোচন করেছেন। গল্পে দেখা যায়, মানুষ তার নিজের সুখের জন্য অন্যকে ধ্বংস করতেও দ্বিধা করে না। স্বার্থান্ধতা ও ধ্বংসাত্মক মনোভাবের কারণে সাধারণ প্রাণী পিপড়ার কাছে মানুষের মর্যাদা হান হয়ে যায়। কেননা পিপড়ার মাঝে শৃঙ্খলা ও একতাবদ্ধতার যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা মানুষের মাঝে দেখা যায় না। উদ্দীপকের বন্ধুদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। বন্ধুরা মিলে সুন্দরবনে ঘুরতে যায়। তখন এক বন্ধু

বাঘের আক্রমণের শিকার হয়। অসহায় বন্ধুটিকে একা রেখে বাকিরা নিরাপদ স্থানে ফিরে যায়। এতে স্বার্থপর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। জেলেশিশুদের কর্মকাণ্ডে গল্পের পিপড়াদের মতো ঐক্যবন্ধতার দিকটি উন্মোচিত হয়। বস্তুত 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের মানুষ ও উদ্দীপকের বন্ধুদের মাঝে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

গ সুশৃঙ্খল, পরিশ্রমী, শান্তিপ্ৰিয়, সহমর্মী ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্যের কারণে উদ্দীপকের জেলেশিশুরা 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের পিপড়ার প্রতিনিধি।

আলোচ্য গল্পে সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে পিপড়াকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা পিপড়ারা তাদের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগত কারণে ডাইনোসরের যুগ থেকে আজও পৃথিবীতে টিকে আছে। এরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, পরিশ্রমী ও পরোপকারী।

উদ্দীপকে জেলেশিশুদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা রয়েছে। সুন্দরবনে বেড়াতে আসা কয়েকবন্ধুর মধ্যে একজন বাঘের আক্রমণের শিকার হলে এই জেলেশিশুরা তাকে বাঁচায়। একজন আগত্বকের জন্য তারা সকলে দলবদ্ধ প্রয়াস চালিয়ে কাজটি করেছিল। অথচ আক্রমণের শিকার ছেলেটির বন্ধুরা তাকে ছেড়েই নিরাপদস্থানে পালিয়ে গিয়েছিল। আলোচ্য গল্পে সুবিবেচক, বিপদে স্থির ও সংঘবদ্ধ হিসেবে পিপড়ার যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে উদ্দীপকের জেলে-শিশুদের মাঝেও তা পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য গল্পে লেখক পিপড়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে দেখা যায়, পিপড়া একটি সামাজিক ও সুশৃঙ্খল প্রাণী। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। পরস্পরের সাথে কোনো বিবাদে জড়ায় না। এদের একের বিরুদ্ধে অন্যের কোনো অভিযোগ নেই। সুবিবেচনাবোধের কারণে এরা আগে থেকেই খাদ্য জমা রাখে। সজীকে বাঁচানোর জন্য এরা অকাতরে প্রাণ দিতেও দ্বিধা করে না। পরার্থপরতার এই দিকটি উদ্দীপকের জেলেশিশুদের মাঝেও দেখা যায়। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তারা এক অচেনা লোককে বাঘের থাবা থেকে রক্ষা করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জেলেশিশুরা 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের পিপড়ার যথার্থ প্রতিনিধি।

প্রশ্ন ৫ আদিম যুগে প্রকৃতির বৈরিতাকে মোকাবিলা করতে গিয়ে মানুষ প্রথম দলবদ্ধ হয়। তারপর নিজের চিন্তা ও কর্ম দিয়ে সে জয় করেছে প্রকৃতিকে। প্রকৃতিও নিজেকে উজাড় করে দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ভোগ-বাসনায় উন্মত্ত মানুষ আজ নিজেরা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী। মারণাস্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে তারা ধ্বংস করছে আশ্রয়স্থল এই পৃথিবী নামক গ্রহটাকে।

(সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-২)

- ক. সব প্রাণীর মূল গঠন কী দিয়ে? ১
- খ. পিপড়া ডাইনোসরের যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত টিকে আছে কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের মানুষের চেয়ে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের পিপড়া কোন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ?— আলোচনা করো। ৩
- ঘ. "বিপন্ন পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য আমাদের সবার চেষ্টা করতে হবে।"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সব প্রাণীর মূল গঠন ডিএনএ দিয়ে।

খ পিপড়া ডাইনোসরের যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত টিকে আছে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের গৌরবে।

পিপড়া হলো পৃথিবীর সবচেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রাণী। শৃঙ্খলাই পিপড়াদের টিকে থাকতে সাহায্য করেছে। এরা সময়ের কাজ সময়ে করে। এরা সহমর্মী, ঐক্যবদ্ধ। এরা কোনো ঝামেলা পছন্দ করে না। ফলে তাদের জীবনে সৃষ্টি হয়েছে দারুণ নিশ্চয়তা। মূলত বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তার সংস্থাপন করতে পারে বলেই পিপড়া ডাইনোসরের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে টিকে আছে।

গ উদ্দীপকের মানুষের চেয়ে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের পিপড়া শৃঙ্খলা ও সুবিবেচনার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

মহাজাগতিক কিউরেটরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাণী দুটো পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে আদর্শ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করতে আসে। এসে দেখে, এ গ্রহে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রভাবশালী প্রাণী হচ্ছে মানুষ। কিন্তু এই মানুষই আবার নিজেদের গ্রহটাকে ধ্বংস করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। ফলে মানুষের নমুনা তারা গ্রহণ করতে পারল না। তারা লক্ষ করল অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারের প্রাণী পিপড়া মানুষের তুলনায় অনেক বেশি শৃঙ্খলা ও সুবিবেচনার পরিচয় দিয়ে যুগ যুগ ধরে টিকে আছে।

উদ্দীপকে মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতির সাথে নিরন্তর দলগত সংগ্রাম করে এবং চিন্তা ও কর্ম দিয়ে তারা প্রকৃতিকে জয় করেছে। আবার এ মানুষই মারণাস্ত্র ব্যবহার করে অন্য মানুষকে ধ্বংস করেছে এবং ধ্বংস করেছে এই পৃথিবীকে। মহাজাগতিক কিউরেটররাও মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও সুনিপুণ কাজের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু মানুষের আত্মবিশ্বাসী কর্মকাণ্ড তাদেরকে আশাহত করেছে। এর বিপরীতে তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণী পিপড়ার কার্যক্রমে মুগ্ধ হয়েছে। তাদের চোখে মানুষের তুলনায় পিপড়া অনেক বেশি শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং বিবেচনাবোধে সমৃদ্ধ প্রাণী।

ঘ বিপন্ন পৃথিবীকে বাঁচাতে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে মনের মধ্যে মানবতা লালন করতে হবে।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে দুজন কিউরেটর পৃথিবী নামক গ্রহে আসে শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করতে। তারা পর্যবেক্ষণ করে দেখে, এ গ্রহে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হচ্ছে মানুষ। কেননা তারা নিজেদের বুদ্ধি ও কলাকৌশল খাটিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। তবে তাদের সিদ্ধান্ত বদল হতে দেয়নি। তারা দেখল মানুষ নিজেরাই আবার নিজেদের আবাসস্থল এ পৃথিবীটাকে ধ্বংস করেছে।

উদ্দীপকে মানুষের প্রকৃতিকে জয় করে পৃথিবীতে নিজেদের দৃঢ় অবস্থান করে নেওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। অবশ্য এর বিপরীতে মানুষের আত্মবিশ্বাসী কর্মকাণ্ডের কথাও ফুটে উঠেছে। ফলে তারা শুধু নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছে না, পাশাপাশি পৃথিবী নামক গ্রহটিরও ধ্বংস ডেকে আনছে। মানুষের এ আত্মবিশ্বাসী চরিত্রের পরিচয় 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পেও পাওয়া যায়। ফলে কিউরেটরদ্বয় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে মানুষকে নির্বাচন করেনি। এমতাবস্থায় মানুষের করণীয় নিয়ে অবশ্যই ভাবনার সময় এসে গেছে।

মানবজাতিকে আত্মবিশ্বাসী সকল কাজ থেকে বিরত হতে হবে। মানুষ হয়ে মানুষের বিরুদ্ধে না গিয়ে প্রেম-ভালোবাসার অনুপম স্পর্শ দিয়ে পৃথিবীটাকে বদলে দিতে হবে। তবেই মানুষ বাঁচবে, পৃথিবীও বাঁচবে। মানুষ তার ধ্বংসকারী বৈশিষ্ট্য বর্জন করতে না পারলে তা নিজেদের অস্তিত্বকে বিলীন করার নামান্তর হবে। তাই মানবতার চর্চা করে মানুষকে ভালোবেসে সবার জন্য একটি সুন্দর বাসোপযোগী পৃথিবী গড়ে তুলতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

প্রশ্ন ৬ মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, কিন্তু এই মানুষই মানুষকে হত্যা করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ ইত্যাদি সব যুদ্ধ মানুষই মানুষের বিরুদ্ধে করেছে। দেশ এবং জাতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। দিন দিন মানুষ ধ্বংসাত্মক জীবে পরিণত হচ্ছে।

(আজিমপুর গড়, গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৪)

- ক. মানুষের বয়স কত? ১
- খ. পিপড়াকে সুশৃঙ্খল প্রাণী বলা হয়েছে কেন? ২
- গ. উদ্ভীপকে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের কোন দিকটির ইজি়াত প্রদান করা হয়েছে? — ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "উদ্ভীপকে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের সমগ্র বিষয়টিকে উন্মোচিত করেনি"— মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মানুষের বয়স মাত্র দুই মিলিয়ন বছর।

খ. 'পিপড়া' সংঘবন্দভাবে নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করে বলে পিপড়াকে সুশৃঙ্খল প্রাণী বলা হয়েছে।

পিপড়া সামাজিক প্রাণী। কারণ তারা দল বেঁধে থাকে। এরা নিজেদের জন্য বাসস্থান তৈরি করেছে, মানুষের মতো চাষাবাদ করে, নিজেদের সুবিধার জন্য চাষাবাদ করে। এই সবকিছু এরা দল বেঁধে করে। তাদের মাঝে শ্রমিক আছে, সৈনিক আছে। পিপড়া তাদের জীবনযাপন ও কর্মপন্থাতিতে এতটাই নিয়মতান্ত্রিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ যে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' দুটি তাদের সুশৃঙ্খল প্রাণী বলে অভিহিত করে।

গ. উদ্ভীপকে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের মানুষের ধ্বংসাত্মক মনোভাবের প্রতি ইজি়াত করা হয়েছে।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' দুটি মানুষকে প্রথমে বুদ্ধিমান প্রাণী বলে মনে করে। কিন্তু পরে দেখতে পায় বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে মানুষ যা কিছু ভালো সৃষ্টি করেছে, সেটিকেই আবার ধ্বংসাত্মক কাজে লাগাচ্ছে। মানুষের এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ উদ্ভীপকেও লক্ষণীয়।

উদ্ভীপকে দেখতে পাই, মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বলা হয়েছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় মানুষ মানুষকেই হত্যা করে। মানুষের ধ্বংসাত্মক মনোভাবের কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধসহ নানা যুদ্ধ হয়েছে। মানুষই মানুষকে হত্যা করে। উদ্ভীপকে মানুষের যে আচরণের কথা বলা হয়েছে আলোচ্য গল্পেও মানুষের সেই আচরণ লক্ষণীয়। আলোচ্য গল্পে দেখতে পাই, পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মানুষই নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেছে একে অন্যের ওপর। অর্থাৎ উদ্ভীপক ও আলোচ্য গল্প উভয় স্থানেই মানুষের ধ্বংসাত্মক মনোভাব ও কর্মকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে।

ঘ. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, যার সমগ্র বিষয় উদ্ভীপকে উন্মোচিত হয়নি।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে কল্পকাহিনির মধ্য দিয়ে দেশকালের প্রভাবপুষ্ট মানবকল্যাণধর্মী লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে। তীব্র শ্রেণ্য ও পরিহাসের মিশ্রণে লেখক সমাজ, পরিবেশ ও পৃথিবীর অবস্থা তুলে ধরেছেন। দুজন কিউরেটরের সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি পৃথিবীর বুদ্ধিমান প্রাণী বলে বিবেচিত মানুষের নির্বুদ্ধিতাকে তুলে ধরেছেন।

উদ্ভীপকও মানুষের নির্বুদ্ধিতাকেই উপস্থাপন করেছে। আর এই নির্বুদ্ধিতার কারণ মানুষের ধ্বংসাত্মক মনোভাব। মানুষের ধ্বংসাত্মক মনোভাবকে কটাক্ষ করে আলোচ্য গল্প সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। আর সেই আদলেই আলোচ্য উদ্ভীপকের লেখনী উপস্থাপিত হয়েছে।

আলোচ্য গল্পে লেখক মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও ধ্বংসাত্মক মনোভাবকে উপস্থাপনের আগে মানুষের বুদ্ধিমত্তার গুণগান করেছে। আবার একই সাথে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের তুলনা করেছে। কল্পকাহিনির রসের মাধ্যমে আলোচ্য গল্পে লেখক পৃথিবীর নানা প্রজাতির প্রাণী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আবার পিপড়াকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই সামগ্রিক বিষয় উদ্ভীপকে উন্মোচিত হয়নি। অতএব, উদ্ভীপকটি 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের সমগ্র বিষয়টিকে উন্মোচিত করেনি— মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ৭ পত্রিকায় প্রকাশ বরগুনার তালতলীর সুন্দরবন অংশে এবং লাউয়াছড়ার সংরক্ষিত উদ্যানে একধরনের নির্মম হিংস্র মানুষ বিশেষ প্রক্রিয়ার বৃক্ষের গোড়া পুড়িয়ে বৃক্ষ হত্যা করছে।

(সরকারি ডোমারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ। প্রশ্ন নম্বর-৪)

- ক. পৃথিবীতে কোন প্রাণি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে? ১
- খ. দেখেছ বাতাসে কত দূষিত পদার্থ?— এর কারণ দর্শাও। ২
- গ. উদ্ভীপকের বৃক্ষ হত্যা 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. 'মানুষ স্বচ্ছা ধ্বংস সাধনে সক্রিয়' আলোচনা করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. পৃথিবীতে প্রাণি হিসেবে মানুষ সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

খ. মানুষ নিউক্লিয়ার বোমা ফেলে বাতাসে দূষিত পদার্থ মিশ্রণ করেছে।

এই পৃথিবীতে মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণি হলেও প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংসের জন্যও তারা দায়ী। পারস্পরিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে মানুষ একে অন্যের উপর নিয়ন্ত্রিয়ার বোমা ফেলেছে। নিউক্লিয়ার বোমার তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাতাসে মিশে যাচ্ছে অনবরত। এই দূষিত পদার্থের মিশ্রণের ফলে বাতাস দূষিত হয়ে পরিবেশ বিনষ্ট করছে।

গ. উদ্ভীপকের বৃক্ষ হত্যা 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের মানুষ কর্তৃক বৃক্ষ নিধন ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্টের বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত।

বৃক্ষ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। বৃক্ষ নিধনের মাধ্যমে পরিবেশ তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে প্রকৃতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পেও উদ্ভীপকে বৃক্ষ নিধনের সে বিষয়টির প্রভাব আলোচিত হয়েছে।

উদ্ভীপকের বরগুনার তালতলী অংশের সুন্দরবন ও লাউয়াছড়ার সংরক্ষিত বনাঞ্চল বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। বিভিন্ন প্রজাতির গাছ দিয়ে এ উদ্যান বিস্তৃত হয়ে আছে। প্রকৃতিকে নির্মল ও সুন্দর রাখতে এ বনাঞ্চল অপরিসীম ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু কিছু হিংস্র মানুষ এ বনাঞ্চলে বৃক্ষের গোড়ায় বিষ দিয়ে বৃক্ষকে হত্যা করছে। উদ্ভীপকের এ বৃক্ষ হত্যার দিকটি 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের গাছ কেটে পরিবেশ নষ্টের বিষয়টিকে ইজি়াত করে। মানুষ পৃথিবীর বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ প্রাণি হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু সে মানুষ স্বার্থের জন্য অবাধে গাছ কেটে বনাঞ্চল উজাড় করে। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস হয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। গল্পের মানুষের এই বিবেকহীন কাজটি উদ্ভীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে গাছের গোড়ায় বিষ প্রয়োগের ঘটনায়।

৭। 'মানুষ স্বেচ্ছা ধ্বংস সাধনে সক্রিয়' উদ্দীপক ও 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের এই ধ্বংস সাধনের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন করে যাচ্ছে। স্বার্থে ও স্বপ্নের অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রকৃতি, মানুষ ও পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে মানুষের মাধ্যমেই। উদ্দীপক ও 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের এই ধ্বংসের কাজে রত থাকার বিষয়টি উঠে এসেছে।

উদ্দীপকের সুন্দরবন ও লাইয়াছড়া উদ্যান বাংলাদেশের বনাঞ্চলের অন্যতম প্রধান অঞ্চল। অসংখ্য প্রজাতির বৃক্ষের সমন্বয়ে এ উদ্যানগুলো আমাদের প্রকৃতিকে নির্মল ও সুন্দর করে রাখছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও এ বনাঞ্চলগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মানুষ উপকারী এই উদ্যানকে ধ্বংসের নিকট কাজে মেতে উঠেছে। তারা বৃক্ষের গোড়ায় বিষ ঢেলে বৃক্ষকে হত্যা করছে। এমন জঘন্য কাজে মানুষ সক্রিয় হয়ে নিজেদের ক্ষতিই নিজেরা করে চলছে।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে। এ পৃথিবীতে মানুষকে ভিন্নগ্রন্থের কিউরেটরা বুদ্ধিমান প্রাণি হিসেবে বিবেচনা করেছিল। তারা মনে করেছিল মানুষ পৃথিবীতে সভ্যতার উন্নতি সাধন করেছে। তারা কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী। তাই মানুষের নমুনা সংগ্রহ করে নেওয়ার মনস্থির করলেও পরক্ষণেই ধরা পড়ে মানুষ অববিবেচনা ও ধ্বংসকারী প্রাণি। কারণ তারা স্বার্থের জন্য একে অন্যকে নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে ধ্বংস করে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষাকারী গাছ কেটে তারা বনাঞ্চল উজাড় করছে। বাতাসে তেজস্ক্রিয় পদার্থের মিশ্রণে তারাই বায়ু দূষণ করছে। মাত্র দুই মিলিয়ন বছর আগে জন্ম নিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের বিপন্ন করছে। শুধু তাই নয়, তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় পৃথিবী নামক গোটা গৃহটাই আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। মানুষের এমন স্বেচ্ছা ধ্বংসে সক্রিয় থাকাটা চরম নিবুদ্ধিতার পরিচয়। আলোচ্য গল্পের মানুষের এমন নীতিবাচক বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকের বনাঞ্চল ধ্বংসেও কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন ৮। পৃথিবীর পরিবেশ আজ উত্তপ্ত। ওজোন স্তর ধ্বংস হচ্ছে। মেবুর বরফ ক্রমশ গলে যাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। বাতাসে কার্বনের পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর অধিকাংশ নিম্নাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। পরিবেশবাদীরা মনে করেন, পৃথিবীর ধ্বংসের পেছনে ভোগবাদী অববিবেচক মানুষই দায়ী।

[কৃষিমা রেসিডেনসিয়াল কলেজ / প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. মুহম্মদ জাফর ইকবাল রচিত কিশোর উপন্যাসের নাম কী? ১
- খ. 'যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে, সেখানে স্থির প্রাণ নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।' — ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকটি 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের কোন দিকটি ধারণ করেছে? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. মানুষ সম্পর্কে কিউরেটরদের মন্তব্যের আলোকে উদ্দীপকের পরিবেশবাদীদের মন্তব্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মুহম্মদ জাফর ইকবাল রচিত কিশোর উপন্যাসের নাম 'দীপু নাথার টু', 'আমার বন্ধু রাশেদ' এবং 'আমি তপু'।

খ. অন্যান্য প্রাণীর মতো গাছের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সহজে ব্যস্ত করা সম্ভব হয় না বলেই তাদেরকে স্থির প্রাণী বলা হয়েছে।

কিউরেটররা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আসে। প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, তারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকে। গাছের প্রাণ থাকলেও সে হেঁটে বেড়াতে পারে না। যেখানে অনেক গতিশীল প্রাণী রয়েছে সেখান থেকে স্থির প্রাণী নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে কিউরেটররা উক্ত মন্তব্য করেছিল।

৭। 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে উল্লিখিত বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে পরিচিত মানুষের ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড উদ্দীপকটি ধারণ করেছে।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে দুজন কিউরেটরের সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে একটি নিগূঢ় সত্যকে লেখক তুলে ধরেছেন। প্রজাতির যাচাই-বাছাইকালে পৃথিবীর নানা প্রাণীর গুণাগুণ কিউরেটরদের সংলাপে উঠে আসে। দুজন কিউরেটর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে মানুষের কারণেই হ্রাস ঘটে ওজোন স্তরের। মানুষই নির্বিচারে গাছ কেটে ধ্বংস করে প্রকৃতির ভারসাম্য। পরস্পর স্বপ্নে লিপ্ত হয়ে মানুষই নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে একে অন্যের ওপর। মানুষ প্রজাতির এই নিবুদ্ধিতায় তারা শঙ্কিত। যদিও তারা বুদ্ধিমান প্রাণী বলে কথিত। সেদিক থেকে পিপড়াই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজাতির প্রাণী।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা। পৃথিবীর পরিবেশ আজ উত্তপ্ত। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ওজোন স্তর। মেবু অঞ্চলে বরফ গলে যাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। দিন দিন বৃষ্টি পাচ্ছে বাতাসে কার্বনের পরিমাণ। অন্যদিকে পৃথিবীর অধিকাংশ নিম্নাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশবাদীদের মতে, পৃথিবীর ধ্বংসের পেছনে ভোগবাদী অববিবেচক মানুষই দায়ী। আলোচ্য 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে লেখক মানুষের ক্ষতিকর কার্যাবলির কথা তুলে ধরেছেন, যা মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। কৌতুকবশত লেখক তাই উপকারী পিপড়াকে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলেছেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে উল্লিখিত বুদ্ধিমান বা শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে পরিচিত মানুষের ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড উদ্দীপকটি ধারণ করেছে।

৮। উদ্দীপকের পরিবেশবাদীদের মন্তব্য মানুষ সম্পর্কে কিউরেটরদের মন্তব্যকেই প্রমাণ করে।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে বিশ্ব প্রকৃতির নানা প্রজাতির ভূমিকার প্রেক্ষাপটে বুদ্ধিমান প্রাণী কথিত মানুষের ভূমিকার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। দুজন কিউরেটরের আলাপচারিতায় উঠে এসেছে বাতাসে দূষিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ, ওজোন স্তর কমে যাওয়া, নিউক্লিয়ার বোমা ফেলে ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করা, প্রকৃতিকে দূষিত করা— এসব মানুষেরই সৃষ্টি। আর তারা মানুষকে স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী প্রাণী হিসেবে উল্লেখ করে। প্রাণী বাছাই করার ক্ষেত্রে তাই তারা মানুষকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

উদ্দীপকে পৃথিবীর অস্থিতিশীল অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর পরিবেশ আজ উত্তপ্ত। ওজোন স্তর ধ্বংস হচ্ছে। মেবুর বরফ ক্রমেই গলে যাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। বাতাসে কার্বনের পরিমাণ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর নিম্নাঞ্চলগুলো পানির নিচে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আর পরিবেশবাদীরা অববিবেচক মানুষকেই এসবের জন্য দায়ী করেছেন।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে কিউরেটররা পরিবেশ ধ্বংসের জন্য মানুষকে দায়ী করেছে। তারা মনে করে মানুষ তাদের কর্মকাণ্ড দিয়ে শুধু নিজেদের বিপন্ন করে তোলেনি, পুরো গ্রহটিকে ধ্বংস করার অবস্থা করে ফেলেছে। তাই এরা প্রাণী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না। অন্যদিকে উদ্দীপকের পরিবেশবাদীরা পৃথিবীর বর্তমান নাজুক ও ভয়াবহ অবস্থার জন্য মানুষকেই দায়ী করেছেন। কারণ মানুষের অববিবেচক ও ভোগবাদী মানসিকতার কারণেই আমরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছি। তাই প্রশ্নোত্তর বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৯ মানুষের অবদানেই পৃথিবী সভ্য থেকে সভ্যতর হয়েছে। একবার এক মিনিটে এক লক্ষ গাছ লাগানো হয়েছে। অন্যদিকে, বেশির ভাগ মানুষই আজ অবাধে বৃক্ষ নিধন করছে। উৎপাদনের নামে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত করছে এবং এতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করছে মানুষ জাতি। ডাইনোসরেরা বিশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্যই বিলীন হয়ে গেছে। আজ মানব জাতিও সে পথে এগোচ্ছে।

(কেনী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২)

- ক. সব প্রাণীর ডিএনএ কী দিয়ে তৈরি? ১
- খ. ডাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া কেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী নয়? ২
- গ. উদ্ভীপকের মানুষদের চেয়ে পিপড়াদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণটি 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে বর্ণিত কিউরেটরদের পৃথিবী থেকে নমুনা হিসেবে মানুষকে না নেওয়ার কারণটি উদ্ভীপকের শেষ বাক্যে বিধৃত—এ কথাটি মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সব প্রাণীর ডিএনএ একই বেস পেয়ার দিয়ে তৈরি।

খ ডাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া আকারে অনেক ছোট এবং এদের মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় না বলে এগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী নয়।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে বর্ণিত দুটি মহাজাগতিক প্রাণী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ডাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াকে পরীক্ষা করে। তারা প্রত্যক্ষ করে যে, এরা আকারে অনেক ছোট ও নিজীব। গঠন বৈচিত্র্যহীন। আবার উভয়েই পরজীবী অর্থাৎ অপরের সাহায্য ব্যতীত প্রাণহীন। এ কারণে ডাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী নয়।

গ বিবেচনাবোধের দিক দিয়ে উদ্ভীপকের মানুষদের চেয়ে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের পিপড়ারা শ্রেষ্ঠ।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে বলা হয়েছে, পিপড়া ক্ষুদ্র হলেও তারা দলবদ্ধ, অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং বিবেচনাবোধসম্পন্ন প্রাণী। একে অপরের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ পিপড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর এটি করতে গিয়ে তারা অকাতরে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নয়। নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে তারা সদা তৎপর। পিপড়াদের দলে প্রত্যেকের মধ্যেই কাজ বন্টন করে দেওয়া হয় এবং তারা সুশৃঙ্খলভাবে সেসব কাজ সম্পন্ন করে যায়। একতা, শৃঙ্খলা আর সহমর্মিতা পিপড়ার সুশৃঙ্খল জীবনের মূল চাবিকাঠি।

উদ্ভীপকে সভ্যতা বিকাশে মানুষের অবদান স্বীকার করে নেওয়ার পাশাপাশি বেশির ভাগ মানুষকে পরিবেশ ধ্বংসের জন্য দায়ী করা হয়েছে। এখানে উৎপাদনের নামে মানুষ কীভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটচ্ছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। অবাধে বৃক্ষনিধন করে মানুষ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করেছে। ফলে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে মানুষ নিজেই নিজেদের ক্ষতি করছে। অন্যদিকে, 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের কিউরেটরদের মতে, পিপড়ারা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও পরিশ্রমী প্রাণী। এরা সুবিবেচক ও পরিণামদর্শী। বিপদে এরা দিশেহারা হয় না, পরস্পরের সাথে বিবাদেও লিপ্ত হয় না। কিউরেটরদের দৃষ্টিতে, পিপড়াদের এসব বৈশিষ্ট্য প্রাণী হিসেবে এদের শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে।

ঘ 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে বর্ণিত কিউরেটরদের পৃথিবী থেকে নমুনা হিসেবে মানুষকে না নেওয়ার কারণটি উদ্ভীপকের শেষ চরণে বিধৃত—এ কথাটি যথার্থ।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের কিউরেটরদের মহাজাগতিক কাউন্সিলের জন্য শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করতে পৃথিবীতে আসে। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে মানুষকে নির্বাচন করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত তারা

পিছিয়ে যায়। কারণ, মানুষ স্বৈচ্ছাচারী প্রাণী। নানা ধ্বংসাত্মক কাজ করে তারা পৃথিবীকে বসবাসের অনুপযোগী করে তুলেছে। তাই কিউরেটররা শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা হিসেবে মানুষকে সন্তোষিত করে নিতে অনিচ্ছুক।

উদ্ভীপকে সাম্প্রতিক একটি গাছ লাগানো কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে সভ্যতার উন্নয়নে মানুষের অসামান্য অবদান স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সেই সাথে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডকে দায়ী করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করতে গিয়ে মানুষ অবাধে গাছ কেটে পরিবেশ নষ্ট করেছে। এতে ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দিন দিন পৃথিবী মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। প্রকৃতির সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে ডাইনোসরেরা যেমন পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে গেছে, তেমনি মানুষও একদিন বিলীন হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। আলোচ্য গল্পেও মানুষের এমন অপরিণামদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষকে পরিবেশ ও প্রকৃতি ধ্বংসের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। গল্পের কিউরেটরদের চোখে আমাদের আবাসস্থল পৃথিবীর বিপন্ন চিত্র ধরা পড়েছে। পৃথিবী নানাভাবে দূষিত হয়ে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, যার নেপথ্যে কাজ করছে মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীন ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড। মানুষ অবাধে বৃক্ষ নিধন করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করেছে। এর ফলে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। এছাড়া, বিভিন্ন মারণাস্ত্র ও বিধ্বংসী বোমা আবিষ্কার করে মানুষ পৃথিবীকে অশান্ত করে তুলেছে। এভাবে মানুষ নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে। উদ্ভীপকের শেষ বাক্যে পৃথিবী থেকে মানুষের বিলুপ্তির যে আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে, তার কারণ 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে বর্ণিত মানুষের এমন বিবেকহীন কর্মকাণ্ড। আর এ কারণেই আলোচ্য গল্পের কিউরেটরদের পৃথিবী থেকে নমুনা হিসেবে মানুষকে না নেওয়া সমীচীন বলে মনে করেছে। তাই প্রস্তোত্ত কথটি যথার্থ বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১০



(চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নম্বর-১)

- ক. পিপড়া টিকে আছে কোন যুগ থেকে? ১
- খ. 'কী আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম এরা বুদ্ধিমান প্রাণী' উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্ভীপকে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকের একাংশ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব করেছে, 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের প্রেক্ষাপটে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক পিপড়া টিকে আছে ডাইনোসরের যুগ থেকে।

খ মানুষের অবিবেচকের মতো কাজের উদাহরণ দেখে বিস্মিত হয়ে মহাজাগতিক কিউরেটরদের একজন উক্তিটি করেন।

মানুষ পৃথিবীতে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। এরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে এরা সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। অথচ এরাই আবার নির্বোধের মতো পরিবেশ ধ্বংস করেছে। নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, হানাহানি করছে। অর্থাৎ পরস্পরাধ বিরোধী আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টি ভেবে একজন মহাজাগতিক কিউরেটর অত্যন্ত বিস্মিত হন।

প। উদ্দীপকে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের মানুষের দ্বারা প্রকৃতি ও মানুষের সভ্যতা এবং আবাসস্থলকে ধ্বংস করার মতো নিউক্লিয়ার বোমা ফেলার দিকটি ফুটে উঠেছে।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের হীনকর্মের বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু মানুষই নির্বিচারে গাছ কেটে ধ্বংস করে চলছে প্রকৃতির ভারসাম্য। একে অন্যের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলে মানুষ ও সভ্যতাকে ধ্বংস করছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিস্তার করে তারা বাতাসের ওজনের স্তর শেষ করে দিচ্ছে। উদ্দীপকেও এমন বিধ্বংসী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকে মানবসৃষ্ট বোমার আঘাতে একটি জনপদ ও মানবসভ্যতা বিধ্বংসের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। মানুষ পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে একে অন্যের ওপর। এতে ধ্বংস হচ্ছে লোকালয়। সাম্রাজ্যবাদের মতো হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে মানুষ হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষকে এমন স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েই মানুষ-মানুষের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলে মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। মানববিধ্বংসী, পরিবেশ ও প্রকৃতির ধ্বংসের চিত্রই উদ্দীপক ও 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে ফুটে উঠেছে।

ঘ। উদ্দীপকের একাংশে মানবসৃষ্ট ঘৃণ্য বোমার আঘাতে মানবসভ্যতা ধ্বংসের চিত্র উন্মোচনের মধ্য দিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব হয়েছে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও হিংসাপরায়ণ হয়ে একে-অপরের ওপর বিধ্বংসী বোমা নিক্ষেপ করছে। নির্বিচারে গাছ কেটে প্রকৃতির ভারসাম্য ধ্বংস করছে। মানুষের স্বার্থবাদী হীন কর্মকাণ্ডে পৃথিবী নামক গ্রহটিতে মানুষের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। উদ্দীপক ও 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের প্রেক্ষাপটে এই কঠিন বাস্তবতাটি ধরা পড়ছে।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের নির্বৃন্দিতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। শুধু স্বার্থান্বেষিতা ও বিবেচনাবোধ শূন্য হয়ে এরা আত্মঘাতী ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এদের দ্বারা অবাধে গাছ কাটার ফলে পৃথিবীর ওজনের স্তরের হ্রাস হচ্ছে। আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিষ্ঠুরভাবে বোমা ফেলছে একে-অন্যের লোকালয়ে। এসব কারণে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও অস্তিত্ব দিন দিন হুমকির মুখে পড়ছে। উদ্দীপকেও মানবতাবিধ্বংসী বোমার আঘাতের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। জ্বলছে লোকালয় ও মানবসভ্যতা। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মানুষের বসবাসের স্থাপনা। হিংসাত্মক মানুষ হারিয়ে ফেলছে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব।

উদ্দীপকে মানবতা বিধ্বংসী এমন চিত্রের আশঙ্কাও বাস্তবতার দিকটি পর্যালোচনা করা হয়েছে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে। কিউরেটরদ্বয় মানুষের নির্বৃন্দিতার তিরস্কার করেছেন। তারা বলেছেন, মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী হয়েও একে অন্যের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে। যুদ্ধে একজন আরেকজনকে ধ্বংস করছে। গাছ কেটে এরা প্রকৃতিকে দূষিত করে। এরা শুধু নিজেদের বিপন্ন করছে না। পুরো গ্রহটিকে ধ্বংস করার অবস্থা সৃষ্টি করছে। এভাবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব যে মানুষই খর্ব করছে তা উদ্দীপক ও 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের প্রেক্ষাপটে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই প্রয়োক্ত মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ১১। আদিম যুগে প্রকৃতির বৈরিতাকে মোকাবিলা করতে গিয়ে মানুষ প্রথম দলবদ্ধ হয়। তারপর নিজের চিন্তা ও কর্ম দিয়ে সে জয় করেছে প্রকৃতিকে। প্রকৃতিও তার ডালি উজাড় করে দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ভোগ-বাসনায় উন্মত্ত মানুষ আজ নিজেরা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী। মারণাস্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে সে ধ্বংস করেছে নিজেদের এবং একই সাথে তার আশ্রয়স্থল এই পৃথিবী নামক গ্রহটাকে।

[জামায়াবাদ কলেজ, সিনেট I এর নম্বর-৪/]

- ক. প্রাগৈতিহাসিক কালের বৃহদাকার লুপ্ত প্রাণী কোনটি? ১
খ. 'কাজটি আরও কঠিন হয়ে গেল।'— কেন? ২
গ. উদ্দীপকে মানুষের চেয়ে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের 'পিপড়া' কোন দিক থেকে শ্রেষ্ঠ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিপন্ন পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য আমাদের কী করা উচিত? উদ্দীপক ও 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. প্রাগৈতিহাসিক কালের বৃহদাকার লুপ্ত প্রাণী হচ্ছে ডাইনোসর।
খ. ডিএনএর বিবেচনায় পৃথিবীর সকল প্রাণীর মূল গঠন একই রকম হওয়ায় কিউরেটরদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীটি সংগ্রহের কাজটি আরও কঠিন হয়ে যায়।
গ. মহাজাগতিক কাউন্সিলের দুজন কিউরেটরকে পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু তারা লক্ষ করে, পৃথিবীতে নানা প্রজাতির প্রাণীর জীবনযাত্রার পরিবেশ আলাদা হলেও এদের উৎপত্তিগত কোনো পার্থক্য নেই। কারণ সকল প্রাণীই ডিএনএ নামক নীলনকশার মাধ্যমে জীবন বিকাশের প্রাথমিক রূপ পরিগ্রহ করে। তাই এত সব প্রাণীর ভেতর থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী খুঁজে বের করা কিউরেটরদের জন্য আরও কঠিন কাজ হয়ে যায়।

গ। সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ। সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ১২। এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান
জীর্ণ পৃথিবীতে বার্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তুপ পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ,
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অজ্ঞীকার।

[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা শাখা I এর নম্বর-৪/]

- ক. প্রাণী দুটোকে কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে কে? ১
খ. 'কী আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম এরা বুদ্ধিমান প্রাণী'—
উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের বৈসাদৃশ্য
আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ও 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের দায়বদ্ধতা
অনস্বীকার্য— বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. মহাজাগতিক কাউন্সিল প্রাণী দুটোকে কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে।
খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১০(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।
গ. উদ্দীপকের সাথে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের পৃথিবী পুনর্গঠনের
দিকটির বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

আলোচ্য গল্পের কিউরেটরদ্বয় মানুষকে পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ হিসেবে উদ্বেগ করেছে। মানুষ তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ওজোন স্তরের ক্ষয়সাধন, গাছপালা কাটা ও পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কারণে পৃথিবীতে এক ভয়ানক পরিবেশ গড়ে তুলেছে। মানুষের এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শুধু নিজেদেরই নয়, অন্যান্য প্রাণীরও ক্ষতি হচ্ছে।

উদ্দীপকে কবি এই জীর্ণ ধ্বংসস্থপ পৃথিবীতে অনাগত শিশুর কথা উল্লেখ করেছেন। জঞ্জালময় পৃথিবীটাকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে শিশুর বাসযোগ্য করে তোলার দিকটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে শুধু জীর্ণ পৃথিবীর কথা উল্লিখিত হলেও তা পুনর্গঠনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের পৃথিবী পুনর্গঠনের দিকটির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকেও ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলার জন্য মানুষের দায়বদ্ধতা অনস্বীকার্য।

‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে মানুষ আদর্শ প্রাণীর নমুনা হিসেবে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হলেও গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় মানুষই আজ প্রকৃতি বিপ্লবের প্রধান কারণ। পৃথিবীর বুদ্ধিমান প্রাণী বলে স্বীকৃত মানুষের নির্বুদ্ধিতায় অন্যান্য প্রাণী আজ হুমকির সম্মুখীন। এই হুমকির সম্মুখ থেকে মানুষের দায়বদ্ধতাই পারে পৃথিবীকে রক্ষা করতে।

উদ্দীপকের কবিতায় মানুষের কর্মকাণ্ডে জীর্ণ পৃথিবীর চিত্র বর্ণিত হয়েছে। কবি অনাগত শিশুকে বাসযোগ্য পৃথিবী উপহার দেওয়ার জন্য নিজস্ব উদ্যোগে উজ্জীবিত হয়েছেন। কারণ কবির নিজস্ব দায়বদ্ধতাই পারে প্রকৃতিকে আবার বসবাসের যোগ্য করে তুলতে।

উদ্দীপকের কবি যেমন নিজস্ব দায়বদ্ধতায় পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলতে পারে, ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের মানুষও নিজস্ব উদ্যোগে তাদের কর্মকাণ্ডের পরিবর্তনের মাধ্যমেই পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে। নিজস্ব দায়বদ্ধতা ছাড়া বাসযোগ্য প্রকৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে মানুষের দায়বদ্ধতা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ১৩ প্রাণিজগতে মানুষের রয়েছে একটা আলাদা অবস্থান। মানুষ সভ্যতার অগ্রগতিতে কাজ করে যাচ্ছে, যেমন— বিদ্যুৎ, কম্পিউটার ওষুধসহ নানাবিধ আবিষ্কার। আবার মানুষই তার ধ্বংসের জন্য দায়ী। যেমন পারমাণবিক বোমা মানুষের হাতেই সৃষ্টি, যা মনুষ্য সমাজকেই ধ্বংস করেছে। *[সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, মাগুরা। এর নম্বর-৩]*

- ক. ‘কিউরেটর’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী খুঁজে বের করার কাজ কিউরেটরদের জন্য কঠিন হলো কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাণীর সাথে ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের সাদৃশ্য নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপক ও ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে মানবসভ্যতার ধ্বংসের পেছনে একই কারণকে দায়ী করা হয়েছে— আলোচনা করো। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ‘কিউরেটর’ শব্দের অর্থ জাদুঘর রক্ষক।

খ পৃথিবীর সব প্রাণীরই মূল গঠন-উপাদান এক হওয়ায় কিউরেটরদের জন্য শ্রেষ্ঠ প্রাণী সংগ্রহের কাজটি অধিক কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে দুজন কিউরেটর শ্রেষ্ঠ প্রাণী সংগ্রহ করতে পৃথিবী নামক গ্রহে আসে। কিন্তু তারা উপলব্ধি করে, পৃথিবীর নানা প্রজাতির মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী খুঁজে বের করার কাজটি সহজ নয়। উপরন্তু এসব

প্রাণীর বাহ্যিক আকৃতি ও প্রকৃতি আলাদা হলেও এদের মধ্যে তেমন কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। সব প্রাণীরই মূল গঠন ডিএনএ দিয়ে তৈরি। আবার সব প্রাণীর ডিএনএ একই রকম বেস পেয়ার (Base pair) দিয়ে গঠিত। ফলে কিউরেটরদের জন্য শ্রেষ্ঠ প্রাণী খুঁজে বের করার কাজটি আরও কঠিন হয়ে যায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাণী মানুষের নির্বোধ কর্মকাণ্ডের সাথে ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্প থেকে জানতে পারি মানুষ তার আবাসস্থল এই সুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংসসাধনে তৎপর। তারা নির্বিচারে সবুজ বৃক্ষ কেটে ধ্বংস করছে। যার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। মানুষ পারম্পরিক হস্তে-যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিউক্লিয়ার বোমা ফেলে মানুষের মৃত্যু ঘটচ্ছে। যদিও এই মানুষ শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান বলে পরিচিত।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, প্রাণিজগতে মানুষের রয়েছে একটা আলাদা অবস্থান। মানুষ সভ্যতার অগ্রগতিতে কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ, কম্পিউটার, ঔষধসহ নানাবিধ আবিষ্কার মানুষের দ্বারাই হয়েছে। আবার মানুষই এই ধ্বংসের জন্য দায়ী। মানুষই পারমাণবিক বোমা তৈরি করে নিজের সভ্যতাকে ধ্বংস করছে। উদ্দীপকের শেষাংশে মানুষের এই মানবতাবিধ্বংসী কাজের সাথে ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। মানুষ নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করে নিজেদেরই ধ্বংস করছে। গাছপালা কেটে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করছে। মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী হলেও অত্যন্ত অববিবেচকের মতো এ কাজগুলো করে যাচ্ছে। তাই প্রশ্নোত্তর বস্তুব্যাটি যথার্থ।

ঘ উদ্দীপক ও ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে মানবসভ্যতা ধ্বংসের পেছনে একই কারণ মানুষকে দায়ী করা হয়েছে।

‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে দুজন কিউরেটরের সংলাপের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যে মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে পরিচিত সেই মানুষই আবার পৃথিবী ও মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের কাজে লিপ্ত। এই মানুষ গাছপালা কেটে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে। যে কারণে বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের হ্রাস ঘটছে। নিউক্লিয়ার বোমা ফেলে নিজেদেরই ধ্বংস করছে। মানুষ প্রজাতির নির্বুদ্ধিতায় তাই কিউরেটররা শঙ্কিত হয়।

উদ্দীপকে প্রাণিজগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই মানুষই বিদ্যুৎ, কম্পিউটার, ঔষধসহ নানা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সভ্যতাকে বিনির্মাণ করেছে। অন্যদিকে পারমাণবিক বোমা তৈরি করে মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করছে। যদিও মানুষের পক্ষে এহেন কাজ অনুচিত এবং বিবেকবর্জিত।

আলোচ্য ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ ও উদ্দীপক বিবেচনা করলে আমরা পাই, মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও সভ্যতা ধ্বংসের কাজে লিপ্ত রয়েছে। মানুষের এই নির্বুদ্ধিতা উদ্বেগজনক, যা মানুষের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই মানুষ এই ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ী।

বাংলা প্রথম পত্র

মহাজাগতিক কিউরেটর মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১৮১. মুহম্মদ জাফর ইকবালের পৈতৃক নিবাস

কোথায়? (জ্ঞান) [ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ]

- (ক) যশোর (খ) কুমিল্লা
(গ) গাজীপুর (ঘ) নেত্রকোনা

১৮২. সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ কোনটি? (জ্ঞান)

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]

- (ক) চন্দ্র (খ) সূর্য
(গ) পৃথিবী (ঘ) মঙ্গল

১৮৩. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি কোন গ্রন্থকে

কেন্দ্র করে লেখা? (জ্ঞান) [আফিফ কলেজিয়েট স্কুল, নাজরুল, যশোর]

- (ক) বুদ্ধ (খ) বৃহস্পতি
(গ) নেপচুন (ঘ) পৃথিবী

১৮৪. গৃহপালিত প্রাণী হওয়ায় গরুর স্বাধীন কোনো

স্বকীয়তা নেই। 'গরুর' সাথে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের কার মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)

- (ক) কুকুরের (খ) হরিণের
(গ) সাপের (ঘ) বাঘের

১৮৫. মহাজাগতিক কিউরেটরদের মতে, কোন প্রাণীটি

একা একা থাকতে পছন্দ করে? (জ্ঞান) [লেখাপড়া কলেজ, নড়াইল]

- (ক) হাতি (খ) ঘোড়া
(গ) বাঘ (ঘ) সিংহ

১৮৬. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে কোন প্রাণীটি তাদের

নিজস্বতা হারিয়েছে? (জ্ঞান) [সরকারি হরগরঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]

- (ক) সরীসৃপ বা সাপ (খ) কুকুর
(গ) হরিণ (ঘ) মানুষ

১৮৭. প্রথম কিউরেটর খাটি প্রাণী হিসেবে কোনটির

সমর্থন করেছিলেন? (জ্ঞান) [পুলিশ লাইনস স্কুল এন্ড কলেজ, কুষ্টিয়া]

- (ক) পিপড়াকে (খ) হরিণকে
(গ) বাঘকে (ঘ) শিয়ালকে

১৮৮. এদের কেউ সৈনিক, কেউ শ্রমিক 'মহাজাগতিক

কিউরেটর' রচনায় কাদের কথা বলা হয়েছে?

(অনুধাবন) [রাজবাড়ি সরকারি কলেজ, সরকারি গৌরনদী কলেজ, বরিশাল]

- (ক) পিপড়া (খ) হরিণ
(গ) মানুষ (ঘ) বাঘ

১৮৯. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' রচনায় মানুষের চেয়ে

পিপড়াকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন) [বিশিখাইসি কলেজ, ঢাকা]

- (ক) পরিশ্রমী হওয়ায় (খ) চেতনাশীল হওয়ায়
(গ) সুবিবেচক হওয়ায় (ঘ) গতিশীল হওয়ায়

১৯০. 'বিপদে দিশেহারা হয় না, অন্যকে বাঁচানোর জন্য

অকাতরে প্রাণ দেয়' এই বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথিবীতে কাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনীয়? (প্রয়োগ) [সাত্ত্বিক পয়েন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, গুলশান, ঢাকা]

- (ক) পিপড়ার (খ) মানুষের
(গ) গাধার (ঘ) কুকুরের

১৯১. কিউরেটরদের মতে, পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার

প্রাণী কোনটি? (জ্ঞান) [হামিদপুর আল হেরা কলেজ, যশোর]

- (ক) বাঘ (খ) হরিণ
(গ) পিপড়া (ঘ) হাতি

১৯২. কিউরেটরদের বর্ণনা থেকে পৃথিবীর কোন প্রাণীর

পেশাগত বৈচিত্র্যের ধারণা পাওয়া যায়? (অনুধাবন)

- (ক) তিমি (খ) মানুষ
(গ) হাতি (ঘ) সাপ

১৯৩. কিউরেটর বলতে কোনটি বোঝানো হয়েছে?

(অনুধাবন) [ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ]

- (ক) সুপারম্যান (খ) জাদুঘর রক্ষক
(গ) সর্বশ্রেষ্ঠ (ঘ) সমন্বয়কারী

১৯৪. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষকে শ্রেষ্ঠ প্রাণীর

স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণ — (অনুধাবন) [অফুত লাল দে কলেজ, বরিশাল]

- i. অলসতা ii. নিবৃদ্ধি
iii. বিবেকবোধহীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii